কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে দুটি কথা

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় বহু চড়াই উতরাই জয় করে, বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে কঠিন বাধাকে অতিক্রম করে যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নির্মাণ করেছে তার তুলনা মেলা ভার। অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দারিদ্র্য-পীড়িত বহু পরিবারের ছাত্র এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একদিকে যেমন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পেরেছে তেমনি অন্যদিকে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের কর্মকুশলতা ও দায়িত্ববোধের নিরিখে, যথার্থ মানব সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পুণ্যভূমি কামারপুকুরের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বিগত পঞ্চাশ বছরে বহু ছাত্রের জীবনকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে চালিত করে তাদের জীবন ও কর্মকে সংসারের বহু মানুষের কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে প্রাণিত করেছে।

কামারপুকুর গ্রামের ধনাঢ্য লাহা-পরিবারের প্রাচীন দুর্গামন্দির সংলগ্ন মণ্ডপ তথা নাটমন্দিরের পাঠশালায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে পাঠ গ্রহণের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেই কাহিনি সর্বজনবিদিত। পরবর্তী কালে সেই বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে নানা স্থান পরিবর্তন করে অবশেষে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন হয়েছিল। তখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল একশ। সেই দূরসম্পর্কিত সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাক্তনী হিসাবে গ্রহণের দাবিদার এই বিদ্যালয় যে অনন্য ও অভিনব গৌরবের ও আনন্দের অধিকারী তা বোধকরি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী কালে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্ বুনিয়াদি বিভাগ সংযুক্তি করণের পর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ-বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। তখন বিজ্ঞান, কলা ও কৃষি বিভাগ সমন্বিত একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ-বুনিয়াদি বিদ্যলয়ের এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের আরও একটি করে বিভাগের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় একটি প্রাকবৃত্তি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্র সংযোজিত হয়। অবশ্য অনিবার্য কারণে সেটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা ৭৪০। তার মধ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ১২০ জন বিদ্যার্থী থাকে। এছাড়াও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার জন সচেতনতা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। আবৃত্তি, প্রবন্ধ-রচনা, বিতর্ক, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যাত্রাভিনয়, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তৎকালীন বিদ্যালয় সম্পাদক স্বামী সারদেশ্বরানন্দ ৬ জানুয়ারি ১৯৬৪ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে ‘রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা’ প্রকাশ করেন। তখনও বিদ্যালয় পত্রিকা ‘সারদা’ নামে নির্দিষ্ট হয় নি। সম্ভবত ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বিদ্যালয় পত্রিকা ‘সারদা’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজন্মতিথি ভাবগম্ভীর পরিবেশে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে পালিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করের তদানীন্তন স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর অন্তর্বর্তীকালে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের (যা বর্তমানকালেরও বিদ্যালয় গৃহ) দ্বারোদঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ধীরেন্দ্রমোহন সেন এবং বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের সেই কালের প্রধান পরিদর্শক বি.কে.নিয়োগী মহাশয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে বিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গণে দু-সপ্তাহব্যাপী ‘বিবেকানন্দ সেন্টিনারী শিল্ড টুর্নামেন্ট’-এর সূচনা হয়। এই প্রতিযোগিতা সমগ্র হুগলি জেলার যুব-মানসে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ঐ বছরেই কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ সমিতি বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে গোলপার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিউট অব কালচার-এ নিখিল ভারত বিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আনন্দ ও গৌরবের বিষয়, সেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মানবেন্দ্র সাহা এবং নবম শ্রেণির ছাত্র প্রভাতরঞ্জন ঘোষ যথাক্রমে ইংরাজি ও বাংলা বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে-সব অভ্যাগতদের শুভ পদার্পণ ঘটেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ, আচার্য বিনোবা ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৬৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বহুমুখী বিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ৭ জন, ২৩ জন এবং ২৪ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-অভিনীত গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ‘চিকিৎসা সংকট’ এবং পূজাবকাশের অব্যবহিত পরে ‘গ্রহের ফের’ নাটক দুটি দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্বে একটি দুঃসহ অভিজ্ঞতা বহুমুখী বিদ্যালয়ের জীবনকে বিষণ্ন-বিধুর করে তুলেছিল। কারণ ঐ বছরে ২ নভেম্বর কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতীম

সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী মহারাজ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর ১৯৬৬ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় বিপুল সংখ্যক অনুরাগীর উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (NCC) গঠন, খেলাধূলা ও ব্যায়ামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ছাত্রগণ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় রেখেছিল। ষাট ও সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বিদ্যালয়ে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও পর্যায়ক্রমে হকি, বাসকেট বল, বেস্ বল, ব্যাড্মিন্টন, টেবিল টেনিস, টেনিকয়েট ও কবাডি খেলার আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে একজন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জাতীয় বৃত্তি (National Scholarship) লাভ করে প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে। এছাড়াও ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে কিঙ্কর সরকার ত্রয়োদশ স্থান, কৃষিবিদ্যা বিভাগে অসিত মন্ডল সপ্তম স্থান এবং মানবিকবিদ্যা বিভাগে সুদীপ কুণ্ডু অষ্টম স্থান অধিকার করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। পরবর্তী বছরগুলিতেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রদের ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম প্রাচীর পত্রিকা (Wall Magazine) 'মুকুর' আত্মপ্রকাশ করে। সেই বছরে গান্ধী জন্ম-জয়ন্তীতে ছাত্র-অভিনীত 'উৎসব' নাটকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বীতশোকানন্দজী মহারাজ পরলোকগমন করেন। স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'সারদা' পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাঁদের আগমন বিদ্যালয় জীবনে আনন্দের জোয়ার এনেছিল তাঁদের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজ ও প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে শিক্ষক-অভিনীত 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র' সুখ্যাতি লাভ করে। তাছাড়া ছাত্র-অভিনীত 'মহারাজা নন্দকুমার', 'নচিকেতা', 'ফস্কা গেরো', 'কুশধ্বজ', 'গুরুদক্ষিণা', 'জোনাকি', 'জাগোরে ধীরে' নাটকগুলি সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে যার আনন্দ-স্মৃতি আজও জনমানসে অম্লান হয়ে আছে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই বিদ্যালয় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। পরবর্তী অনেকগুলি বছরেও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। সেই বছরে বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ ভৌমিক। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পানাগড়ে আয়োজিত এন.সি.সি. ক্যাম্পে কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের ক্যাডেটগণ যোগদানোর সৌভাগ্য লাভ করে। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৭৮ এবং ৬৮ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত গ্রামীণ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বিভাস ভট্টাচার্য মেধাবৃত্তি লাভ করে। পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রতি বছরে এক হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করে ছাত্রটি প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে।

১৯৮০ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাঁদের পূত সঙ্গ ও উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের প্রেরণা দান করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বীরেশ্বরান্দজী মহারাজ, স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী অজজানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম সেক্রেটারি রথীন সেনগুপ্ত, ক্রীড়া বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক ভট্টাচার্য, ডি. আই. জি অব্ পুলিশ গোলক মজুমদার, প্রখ্যাত ফুটবলার শৈলেন মান্না, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী রাম চট্টোপাধ্যায়।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি 'জনশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ-রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র অরিজিৎ সিংহ প্রথম স্থান অধিকার করে। এই পর্বে বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্রিকা 'মুকুর' বহু জনের প্রশংসা অর্জন করে।

জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান বিশেষ উন্নত। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর একাধিক ছাত্র 'জাতীয় বৃত্তি' লাভ করেছে এবং সত্তর দশকের মধ্য ভাগ থেকে অনেক ছাত্র 'গ্রামীণ মেধাবৃত্তি' লাভ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য ও কেষ্ট মিত্র। এই পর্বে বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজের সাহচর্যে ধন্য হয়েছে। তাছাড়াও এই সময় পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন দুজন রাজ্যপাল যথাক্রমে অনন্তপ্রসাদ শর্মা ও বিজয় দত্ত পাণ্ডে এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিদ্যালয়ে এসেছিলেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বালি দেওয়ানগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশন 'পল্লীমঙ্গল' এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের তিরোধানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে বিশেষ পূজা ও নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা

করা হয়। সেই উপলক্ষে আয়োজিত ভাণ্ডারায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৯৮৮-'৮৯ শিক্ষাবর্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র বিকাশতরু ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার-ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও গোঘাট ব্লক যুবকরণের পরিচালনায় সুকুমার রায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শুভব্রত শাসমল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। সুকুমার রায় বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির মিল্টন সরকার, নবম শ্রেণির অনুরণন ভৌমিক এবং দশম শ্রেণির সৌম্যেন নন্দী। স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বিদ্যালয় ও যুব সংঘ অংশগ্রহণ করে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের সর্বমোট তেইশ জন ছাত্র সঙ্গীত, বাগ্মিতা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করে।

১৯৮৯-'৯০ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ করেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট সাংবাদিক, হুগলি জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক, আরামবাগ মহকুমা শাসক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৯৯৪-'৯৫ খ্রিস্টাব্দে কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র শুভাশিস দাস প্রথম পুরস্কার লাভ করে। জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপের প্রত্যেকটিতেই কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৯৫-'৯৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যুবদিবস হিসাবে পালিত হয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে প্রভাতফেরি, আলোচনা সভা ও নর-নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি, সাধারণতন্ত্র দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, সরস্বতী পূজা ও বিশ্বকর্মা পূজা, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়। যথারীতি বিদ্যালয় প্রাচীর পত্রিকা 'মুকুর' ও ছাত্রাবাস প্রাচীর পত্রিকা 'চরৈবেতি' প্রকাশিত হয়।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ, স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ডঃ তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং UNESCO-এর প্রতিনিধি গৌরীশঙ্কর ঘোষ। এছাড়াও জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে জাতীয় যুবদিবসে আয়োজিত গল্পরচনা প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শিবব্রত পালধি প্রথম পুরস্কার পায়। গোঘাট ব্লক কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্রে যোগদান করে সপ্তম শ্রেণির সমীর মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান লাভ করে।

২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয় Eco-club গঠিত হয়। তাছাড়া কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রি-সিনিয়র গ্রুপে প্রথম পুরস্কার লাভ করে সপ্তম শ্রেণির কৃষ্ণেন্দু দোলুই। সিনিয়র গ্রুপে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় দশম শ্রেণির সৌগত সাঁতরা ও কৌশিক লাহা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাঁরা ছাত্রদের উৎসাহ দেন তাঁদের মধ্যে স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ, পন্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রণজিৎ চক্রবর্তী, আরামবাগ মহকুমার সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক আবেদ আলি মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১০১ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ জন প্রথম বিভাগে এবং ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ৫০ জন স্টার নম্বর লাভ করে।

২০০৩ ও ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৭৬ জন এবং ৮১ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই অর্থাৎ ৭৬ জন এবং ৮১ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ফলত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়কে বিশেষ স্বীকৃতি জানিয়ে শংসা পত্র প্রদান করে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ৯৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় ৭৭২ নম্বর এবং সুকৃতি সরকার ৭৫৬ নম্বর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে দশম ও সপ্তদশ স্থান অধিকার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০০৭ এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্র নীলাঞ্চন কর্মকার ৭৯২ নম্বর পেয়ে চতুর্থ এবং শুভেন্দু পন্ডিত ৭৫২ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

দিনক্ষণ সম্পর্কে সঠিক নথি হাতের কাছে না-থাকলেও কামারপুকুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানকে যাঁদের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দঘন করে তুলেছে তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত গবেষক-লেখক ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুজিত বসু এঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাছাড়া তারকা ফুটবলার চুণী গোস্বামী, পি. কে. ব্যানার্জী, শ্যামল ঘোষের আগমন বিদ্যালয় জীবনকে রঙিন করে দিয়েছে।

গত ১৩ আগস্ট ২০১০ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামী শিবস্থানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাসের আবাসিকবৃন্দের রাঁচি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। গত ১৫ আগস্ট ২০১০ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১১ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অদ্রিজানন্দজী মহারাজ। ছাত্ররা এই উপলক্ষে কুচ্‌কাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত

হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কুমারেশ কর্মকার হুগলি জেলায় ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মহকুমাস্তরে ৮০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে নবম শ্রেণির শান্তনু ঘোষ এবং অষ্টম শ্রেণির সুমন রায় উভয়েই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অর্ঘ্য নন্দী যোগাসন প্রতিযোগিতায় হুগলি জেলার প্রতিনিধিত্ব করে দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ জয়রামবাটীতে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠের সঙ্গে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিপুল জনসমাগম ও আন্তরিক উষ্ণতায় প্রীতি ফুটবল খেলা সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১১ বিগত শিক্ষাবর্ষের (২০১০-২০১১) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (স্বশাসিত) এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক (ডঃ) আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের প্রংশসা অর্জন করে। স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিদ্যালয়ে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের (১৯৬২-২০১১) শুভ সূচনা হয় গত ২৬ জানুয়ারি ২০১১। সকাল ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির থেকে স্বামী জাতবেদানন্দজী মহারাজের সহযোগিতায় পূতাগ্নি সংগ্রহ করে পঞ্চাশটি মশাল হাতে পঞ্চাশ জন ছাত্র জয়ধ্বনি সহযোগে বিদ্যালয় অভিমুখে রওনা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ শোভাযাত্রা বিদ্যালয়ের মূল তোরণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বেজে ওঠে। তারপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা প্রবেশের মুহূর্তে সমবেত কণ্ঠে ছাত্রবৃন্দ গেয়ে ওঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।' আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ মূল মঞ্চের ডানদিকে অগ্রসর হবার পর পঞ্চাশটি মশালসহ পঞ্চাশ জন ছাত্র সমগ্র মাঠ তিনবার পরিক্রমা করে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে উপস্থিত হয়ে অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষকদের হাতে তা অর্পণ করে। সেই অগ্নিময় মশাল ও পুষ্পার্ঘ্য স্বামী বিবেকানন্দের চরণে নিবেদন করে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছাত্রদের কুচ্‌কাওয়াজ পরিদর্শন ও স্যালুট গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অশোকমোহন চক্রবর্তী, আই এ এস, প্রাক্তন মুখ্যসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পতাকা উত্তোলন করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। দেশাত্মবোধক গানের ভিত্তিতে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে ছাত্রবৃন্দ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌতম আশের নির্দেশনায় ছাত্রদের খালিহাতে সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম, যোগাসন ও জিমন্যাসটিকস্ প্রদর্শনের সময় করতালিতে সারা মাঠ মুখর হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মিত সুদৃশ্য মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। স্থানীয় বিধায়ক নিরঞ্জন পণ্ডিত প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোরা সর্বাধিকারী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সঙ্গীত ভবন, বিশ্বভারতী। তাঁর কণ্ঠে নিবেদিত 'বিশ্ববিদ্যা তীর্থপ্রাঙ্গণ' সঙ্গীতটি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ছুঁয়ে যায়। সভাপতির ভাষণে অশোকমোহন চক্রবর্তীর বক্তব্য একদিকে যেমন সকলকে গভীরভাবে প্রাণিত করে তেমনি শিক্ষক ও ছাত্রদের আশু কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করে দেয়। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ। উক্ত সভায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ, বহু প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্র, গ্রামবাসী ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার চারটি বৈদ্যুতিন মাধ্যম, আকাশবাণী ও প্রথমশ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্রগুলি অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেন।

গত ৪ মার্চ ২০১১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পদার্পণ করেন এবং বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত নানা কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ আয়োজিত শোভাযাত্রা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে স্থানীয় দুটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত ঐতিহ্যপূর্ণ 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'গদাই ও চিনু শাঁখারি' নাটক সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ ৩ এপ্রিল ২০১১ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও ছাত্রাবাসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের নব-রূপায়ন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে স্থাপিত ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 'বিবেক বীথি' প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ ও স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আসার জন্য স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ আমন্ত্রণ জানান।

গত ১৬ এপ্রিল ২০১১ বিদ্যালয় প্রার্থনা গৃহে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বামী প্রাণেশ্বরানন্দজী মহারাজ নিবেদিত ভক্তিগীতি ছাত্র, শিক্ষক ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে দেয়।

গত ১৮ এপ্রিল ২০১১ সকাল ১১টায় মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক 'বিবেক দিশা' শীর্ষক আনলাইন শিক্ষার শুভ সূচনা অনুষ্ঠান প্রার্থনা গৃহে ও পরে বিদ্যালয় ভবনের 'বিবেক দিশা' কক্ষে সম্পন্ন হয়। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ এবং প্রধান অতিথি ও উপস্থাপক হিসাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বামী দিব্যসুখানন্দজী মহারাজ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, কর্পূর আরতি, সমবেত সঙ্গীত, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে প্রকল্পের শুভ কামনা করেন এবং আশীর্বাণী দেন। স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষিতে মহাকাশ ও তথ্য-সংযুক্তি-নির্ভর মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক অনলাইন শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সর্বজনমনে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার করে।

২০১২-১৩ সালে বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল ঃ

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মসূচি

১) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী
২) হুগলি জেলার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা, মূল্যবোধ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ বিষয়ক আলোচনা
৩) সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক 'সারদা' বিদ্যালয় পত্রিকার প্রকাশনা
৪) যুব-সম্মেলন
৫) প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিবৃন্দের সম্মাননা অনুষ্ঠান
৬) মঞ্চাভিনয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
৮) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান

নির্মাণমূলক কর্মসূচি

১) বিদ্যালয় গৃহের সার্বিক সংস্কার ও রঙ করা
২) বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষাগারের পুনর্নির্মাণ
৩) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও সংলগ্ন পাঠকক্ষ নির্মাণ
৪) প্রাক্‌বৃত্তি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্রের পুরানো গৃহের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সেটিকে বিদ্যালয়ের সভাগৃহ (স্বামী বিবেকানন্দ সভাগৃহ) হিসাবে রূপান্তর সাধন
৫) কথ্য ইংরাজি ও হিন্দি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন
৬) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষিতে মহাকাশ ও তথ্য-সংযুক্তি-নির্ভর মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক অনলাইন শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা
৭) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পৃথক মোটরসাইকেল / সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ
৮) ছাত্রদের জন্য বাস্কেট বল খেলার ব্যবস্থাপনা

২০১৩ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ। এই বছরই প্রথম স্বামী সারদেশ্বরানন্দজী মহারাজের পুণ্য স্মৃতিতে একজন ছাত্রকে সর্বাঙ্গীণ চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য রৌপ্য পদক প্রদান করা হয়।

২০১৪ সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিদ্যালয়ের ছাত্র অর্ণব মল্লিক, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। অপর একজন ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান লাভ করে। এই বছরে বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষণ কেন্দ্রটিরও আধুনিকীকরণ করা হয়।

বিগত পঞ্চাশ বছরের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান শুধুমাত্র কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের মত মহতী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস হতে পারে না। কারণ যে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের কাল্পনিক ভেদ মুছে দিগন্তের অনন্তে প্রসারিত হয়েছে, তাকে কালের বন্ধনীতে বাঁধা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ ''আমার আদর্শ বস্তুত সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই যে, মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার শুরু করতে হবে এবং সব কাজে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্দেশ করে দিতে হবে।... জীবনে এর চেয়ে বড় কী আছে? এর চেয়ে বড় কী কাজ আছে?'' ফলে উক্ত আদর্শের নিরিখে এই প্রতিষ্ঠানের চলমানতা সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার ব্রত গ্রহণ শ্রেয়স্কর। সেই আগুয়ান জীবনের পথে, কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের চলমানতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর সব পদাতিক স্বামী বিবেকানন্দের যে আশীর্বাদ হৃদয়ের গভীরে পরম যত্নে ও আদরের সঙ্গে লালন করেন তা হল ঃ ''আমি কোনদিন কর্ম থেকে ক্ষান্ত হব না, যতদিন না জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে থাকব।''